দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

# ভর্তি ও পরীক্ষা বাবদ অতিরিক্ত অর্থ আদায় ॥ শিক্ষা ব্যাহত

সাতক্ষীরা সংবাদদাতা ॥ সকল প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি এবং পরীক্ষার ফি ধার্যের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম-নীতি না থাকায় অতিরিক্ত ফি ধার্যের কারণে সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে। ভর্তির সময় মোটা অংকের অর্থ দাবী করার কারণে দরিদ্র ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিতেছে না। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বৎসরে ৩ বার পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার সময় ফি আদায় করা হয়। ফি না দিতে পারিলে স্কুল হইতে বহিষ্কার করা হয়। এই ফি তুলনামূলকভাবে বেশী। ফলে ৫০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর অতিরিক্ত এই ফি দেওয়ার সামর্থ্য না থাকায় তাহাদিগকে বিদ্যালয় হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়।

অভিযোগে প্রকাশ, সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তির ফি শ্রেণী বিশেষে ১০ হইতে ৫০ টাকা। কেজি বিদ্যালয়ে ১০০ হইতে ২০০ শত টাকা। মেয়েদের মাহিনাসহ সকল প্রকার ফি মওকুফ করা সত্ত্বেও তাহাদের নিকট হইতে পরীক্ষার ফি আদায় করা হইতেছে। তালা থানার পাটকেলঘাটা উচ্চ বিদ্যালয়ে একজন কৃষি শ্রমিকের ষষ্ঠ শ্রেণীর কন্যার অভিযোগে জানা যায়, এই মাসের শেষে যে পরীক্ষা হইবে উহার জন্য তাহার নিকট ৭৫ টাকা ফি দাবী করা হইয়াছে।

এক ছাত্রী জানায়, পরীক্ষার সময় পরীক্ষা ফি আদায় করা হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর পরবর্তী শ্রেণীতে ভর্তির জন্যও ফি দিতে হয়। পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ছাড়পত্র গ্রহণের সময় অর্থ দিতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হইলেও এবং মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশুনার কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হয়। এই কারণে দরিদ্র কৃষক শ্রমিক ও বেকার ব্যক্তিরা ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিতে পারিতেছে না। পরীক্ষার ফি দিতে না পারায় বহু ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।